দৈনিক সংবাদ

22 দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

বাংলাদেশ কৃষি কলেজসমূহে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

(শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৪–১৯৯৫ ইং)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ ৩টি কৃষি কলেজ (বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট শেরে বাংলানগর ঢাকা, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, দুমকি, পটুয়াখালী; হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ, বাঁশেরহাট, দিনাজপুর) ১৯৯৪–১৯৯৫ ইং শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

ভর্তির জন্য আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ

যেসব ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান গ্রুপে ১৯৯১ বা ১৯৯২ সনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে পাস করিয়া পরবর্তীতে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত ও জীববিদ্যাসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম শতকরা ৪০ নম্বরসহ কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে কেবলমাত্র সেসব ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে। উল্লেখ থাকে যে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষায় উপরের ৪টি বিষয়ের প্রতিটিতে ন্যূনপক্ষে শতকরা ৪০ নম্বর থাকিতে হইবে।

ভর্তির জন্য আবেদনের নিয়ম ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, ঢাকা অথবা পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, দুমকি, পটুয়াখালী অথবা হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ, বাঁশেরহাট, দিনাজপুর–এর অফিস হইতে ব্যক্তিগতভাবে নগদ টাকা জমা দিয়া ছুটির দিন বাদে অন্যান্য দিন সকাল ৯–০০টা হইতে বিকাল ২–০০টা পর্যন্ত ভর্তির নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে অথবা উক্ত টাকার ব্যাংক ড্রাফট অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, সোনালী ব্যাংক, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল শাখা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা–১২০৭ অথবা অধ্যক্ষ, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, রূপালী ব্যাংক, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ শাখা, দুমকি, পটুয়াখালী অথবা অধ্যক্ষ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, দিনাজপুর শাখা, দিনাজপুর–এর অনুকূলে নিজ ঠিকানা লিখিত ৫ (পাঁচ) টাকার ডাক টিকেট সংযুক্তপূর্বক একটি বড় আকারের খাম (২৬X১১ সেঃমিঃ) অধ্যক্ষ বরাবরে প্রেরণ করিলে ভর্তির নির্ধারিত ফরম পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ডাকযোগে প্রেরিত পূরণকৃত আবেদনপত্র অধ্যক্ষের অফিসে ৮–৭–৯৫ ইং তারিখে কিংবা তার পূর্বে অবশ্যই পৌছাইতে হইবে। কোন পোস্টাল অর্ডার অথবা মানি অর্ডার গ্রহণ করা হইবে না। পূরণকৃত আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত নিম্নলিখিত কাগজপত্র অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

০১। বোর্ড হইতে প্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি;
০২। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল সাময়িক সনদপত্র (যদি থাকে)–এর ফটোকপি প্রদান করিতে হইবে। তবে উক্ত পরীক্ষার নম্বরপত্র এবং কলেজ প্রধানের সনদপত্রের ফটোকপি অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে;
০৩। স্কুল ও কলেজ প্রধানের নিকট হইতে পরীক্ষার ফলাফল ও চরিত্রগত প্রশংসাপত্রের ফটোকপি;
০৪। সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুইখানা ছবি;
০৫। কোন্ জেলার (পুরাতন) অধিবাসী তাহা উল্লেখপূর্বক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র।

ভর্তির জন্য লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষা ঃ

ভর্তির জন্য চূড়ান্ত নির্বাচন মোট ১০০ নম্বরের উপর অনুষ্ঠিত হইবে যাহার বন্টন নিম্নরূপ ঃ

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, জীববিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞান এই ৫ (পাঁচ)টি বিষয়ের উপর ১.৩০ (এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিট) লিখিত পরীক্ষার উপর ৯০ নম্বর;

(খ) এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর ১০ নম্বর।

সংরক্ষিত আসন ছাড়া ভর্তির আসনসংখ্যা ২৬০ (দুই শত ষাট)। প্রার্থীদের দরখাস্তের সংখ্যা অধিক হইলে দরখাস্তসমূহ হইতে তাহাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে নির্বাচিত আসনের সর্বোচ্চ দশগুণ অর্থাৎ ২৬০০ (দুই হাজার ছয় শত) পরীক্ষার্থীকে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে। তবে ২৬০০তম প্রার্থীর সমান নম্বরপ্রাপ্ত সকলকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ৭ (সাত)টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে। ঐ এলাকার ছাত্রছাত্রীরা সংরক্ষিত আসনগুলির বিপরীতে সরাসরি দরখাস্ত করিবে। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনসমূহের বিপরীতে উপজাতীয় প্রার্থীদের একটি আলাদা তালিকা প্রণয়ন করিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রামের মাধ্যমে প্রার্থীদের প্রাক–পরিচয় ইত্যাদি যাচাইকরত চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করার পর উপজাতীয় প্রার্থীদের সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হইবে। আবেদনপত্রের শীর্ষদেশে 'সংরক্ষিত উপজাতীয় আসনে ভর্তির জন্য আবেদন' এই মর্মে উল্লেখ থাকিতে হইবে। ভর্তির জন্য আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা উপরে বর্ণিত শর্তের অনুরূপ হইবে।

মোট আসনের মধ্যে ১০০টি বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, ৮০টি পটুয়াখালী কৃষি কলেজ ও ৮০টি হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজের জন্য নির্দিষ্ট আছে। উক্ত আসনের অর্ধেক জাতীয় ভিত্তিতে মেধানুসারে এবং বাকি অর্ধেক জনসংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন জেলা (পুরাতন) প্রার্থীদের মধ্য হইতে মেধা অনুসারে নির্বাচন করা হইবে।

ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নের সময়সূচী অনুযায়ী চলিবে ঃ

০১। নির্ধারিত ফরম বিক্রয়ের শেষ তারিখ ৫–৭–৯৫ ইং (বিকাল ২টা পর্যন্ত);
০২। পূরণকৃত ভর্তি ফরম (বাহক/ডাকযোগে) গ্রহণের শেষ তারিখ ৮–৭–৯৫ ইং (বিকাল ২টা পর্যন্ত);
০৩। লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময় ৪–৮–৯৫ ইং সকাল ১০–০০ ঘটিকায় শুরু হইবে;
০৪। লিখিত পরীক্ষার স্থান ঃ বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলানগর, ঢাকা/পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, দুমকি, পটুয়াখালী/হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ বাঁশেরহাট, দিনাজপুর।

উপরোক্ত সময়সূচীর যে কোন পরিবর্তন যথাসময়ে গণমাধ্যম মারফত বিজ্ঞপ্তি আকারে জানানো হইবে। ভর্তির পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থীকে কৃষি কলেজসমূহের মেডিক্যাল অফিসার হইতে শারীরিক সুস্থতার সন্তোষজনক সনদপত্র অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্যথায় প্রার্থীকে অযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রার্থীদিগকে কোন প্রকার যাতায়াত ভাতা দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের আহার ও বাসস্থানের কোন রূপ দায়–দায়িত্ব ইনস্টিটিউট/কলেজ বহন করিবে না। আবাসিক হলে সীটের অপ্রতুলতাহেতু ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের থাকার কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যাইবে না।

ভুল তথ্য সংবলিত অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট দরখাস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে ভর্তি ফরম বিক্রয় করা এবং পূরণকৃত ভর্তি ফরম জমা নেওয়া হইবে না।

(ডঃ এম এ মাজেদ)
সভাপতি
কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি ও
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

পি–৮৯৯(১০X৩)